দৈনিক বাংলা

003

তারিখ ... ... 5.1.85 ...
পৃষ্ঠা ... ... 7 কলাম 1 ... ...

ঢাকার স্কুলে ছাত্র ভর্তির নীতিমালা মানা হচ্ছে না

।। সুনীল ব্যানার্জি ।।

রাজধানীর বিদ্যালয়সমূহে ভর্তি পরীক্ষা হতে এখনও এক সপ্তাহ বাকি। কিন্তু এরই মধ্যে নাম-করা স্কুলগুলোতে ৮/১০ গুণ ভর্তি পরীক্ষার ফরম বিক্রি হয়ে গেছে। কোন কোন স্কুলে তারও বেশি ফরম বিক্রি হয়েছে। কয়েকটি স্কুল কর্তৃপক্ষ ভিড়ের ভয়ে ভর্তি পরীক্ষার ফরম বিক্রি বন্ধ করে দেয়ার কথা চিন্তা করছেন।

রাজধানী ঢাকায় বর্তমানে সরকারী ও বেসরকারী প্রায় ২ শ হাই স্কুল রয়েছে। এর মধ্যে বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় ৫০। এই সব স্কুলে ছেলেদের জন্য আগামী ১০ই জানুয়ারী ও মেয়েদের জন্য ১২ই জানুয়ারী ভর্তি পরীক্ষা নেয়ার তারিখ নির্ধারিত হয়েছে।

গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী হাই-স্কুলে প্রথম, তৃতীয় ও নবম শ্রেণীতে এবার মাত্র ৮৫টি সিট খালি হয়েছে। বৃহস্পতিবার এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ১২ শরও বেশি ভর্তি ফরম বিক্রি হয়েছে। এই স্কুলে ৮ই জানুয়ারী পর্যন্ত

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

মানা হচ্ছে না

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ভর্তি ফরম বিক্রি করা হবে। স্কুল কর্তৃপক্ষ আশা করছেন এ সময়ে আরো কয়েক শ ভর্তি ফরম বিক্রি হবে। আজিমপুর গার্লস স্কুলে দ্বিতীয় থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত শ খানেক ছাত্রী নেয়া হবে। কিন্তু এরই মধ্যে ৬ শরও বেশি ভর্তি ফরম বিক্রি হয়ে গেছে। স্কুল কর্তৃপক্ষ বলেছেন যে এক হাজারেরও বেশি ভর্তি ফরম তাঁরা ছাড়বেন না। কেননা, বেশি ভর্তি ফরম ছাড়লে সবার ভর্তি পরীক্ষা নেয়া সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

আরমানিটোলা হাইস্কুলের বিভিন্ন ক্লাসে প্রায় শ দুয়েক সিটের জন্য প্রায় ৭ শ ভর্তি ফরম বিক্রি হয়েছে। আর শ দুয়েক ফরম বিক্রির পর স্কুল কর্তৃপক্ষ বিক্রি বন্ধ করে দিতে চান। এবার ভিকারুন্নেছা গার্লস স্কুলে কোন সিট খালি হয়নি। তাই এ স্কুলে চলতি বছর বাইরের কোন ছাত্রী নেয়া হবে না। লিটল ফ্লাওয়ার হাইস্কুলে এবার কেজি ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে মাত্র ৫৫টি সিট খালি হয়েছে। এই স্কুলে আলাদা ভাবে কোন ভর্তি ফরম না দিয়ে শুধু নির্ধারিত দিনেই ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা নেয়া হবে। বাংলা বাজার গার্লস হাইস্কুলে প্রায় সোয়া শ সিটের জন্য এরই মধ্যে তিন শর মত ভর্তি ফরম বিক্রি হয়েছে। একই অবস্থা নগরীর অন্যান্য রেজাল্ট ভালো করা স্কুলগুলিতে। উদয়ন, রেসিডেনসিয়াল মডেল, ভার্সিটি ল্যাবরেটরী স্কুলসহ নামকরা স্কুলগুলিতে ভর্তি ইচ্ছুকদের ভিড় এবার ব্যাপক। ভিড় দেখে অনেক অভিভাবক তাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। বিশেষ করে চলতি বছর একই দিনে সকল স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা নেয়ার ব্যবস্থায় তারা আরো উদ্বিগ্ন। এক, একদিনে এক এক স্কুলে পরীক্ষা হলে অভিভাবকরা ইচ্ছামত কোন না কোন স্কুলে তাদের ছেলে-মেয়েদের ভর্তি করতে পারতেন।

ভর্তি ছাড়াও স্কুলের বেতন, ও ভর্তি ফরমের মূল্যের ক্ষেত্রেও নানাবিধ বৈষম্য রয়েছে। কোন কোন বেসরকারী স্কুলে নবম ও দশম শ্রেণীতে বেতন মাত্র ২০ থেকে ২৫ টাকা। আবার কোন কোন স্কুলে একই শ্রেণীতে বেতন নেয়া হচ্ছে ১শ টাকা পর্যন্ত। এই অসঙ্গতি দূর করার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের কোন নজর নেই.

সরকার থেকে প্রতিটি ভর্তি ফরমের বিক্রিমূল্য ১২ টাকা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু কোন কোন স্কুল সরকারী এই নির্দেশ উপেক্ষা করে নিজেদের ইচ্ছেমত চড়া দামে ভর্তি ফরম বিক্রি করছে বলে অভিযোগ রয়েছে সেসব বিষয়ে ভর্তি পরীক্ষা নেয়ার কথা তাও ঠিক মত মানা হচ্ছে না। নিয়মানুযায়ী প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা ও অংক দুশ নম্বরের পরীক্ষা এবং অন্য শ্রেণীর জন্য বাংলা, অংক ও ইংরেজী—তিনশ নম্বরের পরীক্ষা নেয়ার কথা। কিন্তু অনেক স্কুল এসব নিয়মের তোয়াক্কা করছে না বলে জানা গেছে।

উল্লেখযোগ্য যে সরকারের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং জনশিক্ষা পরিচালকের পক্ষ থেকে সম্প্রতি রাজধানীর সকল হাইস্কুলের শিক্ষকদের নিয়ে এক সভা হয়। সভায় ভর্তির পরীক্ষা ফরমের মূল্য ১২ টাকা কিভাবে পরীক্ষা নেয়া হবে ইত্যাদিসহ ভর্তির ব্যাপারে একটি নীতিমালা ঠিক করে দেয়া হয়। কিন্তু এই নীতিমালা অনেক স্কুলই মানছে না।